তারিখ 04 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

আট হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই

শ্রেণীকক্ষ সংকটে কমছে শিক্ষার্থী উপস্থিতি

ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

রাকিব উদ্দিন

দেশের আট হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রেণীকক্ষও নেই। এতে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বসার জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কাঁচা ও সেমি পাকা স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী শিক্ষা অনুপযোগী পরিবেশে অধ্যয়ন করছে। অবকাঠামো স্বল্পতার কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এতে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতি কমছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে শতভাগ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। সেই অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও তা ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সংস্কারে প্রয়োজনীয় সরকারি বরাদ্দও নেই।

১০ বছরে সারাদেশের প্রায় ১০ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হলেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নেই।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গত ২৪ অক্টোবর আইএমইডি ওই প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়।

বর্তমানে প্রায় আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়– উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বর্তমানে দেশে প্রায় ১৮ হাজার ৪৫৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৩১৭টি সরকারি (জাতীয়করণ ছাড়া) এবং অবশিষ্ট ১৮ হাজার ১৩৬টি বেসরকারি বিদ্যালয়। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা অপ্রতুল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিগত ১০ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক বা ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি)।

আইএমইডি'র প্রতিবেদনের ব্যাপারে জানতে চাইলে ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা সংবাদকে বলেন, 'প্রতি বছর ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। বাড়ছে অবকাঠামোগত চাহিদাও। সরকারের নানা পদক্ষেপ এবং শিক্ষামন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে বর্তমানে প্রায় শতভাগ ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসছে। এসব কারণেই একদিকে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করছে, আরেক দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে। তবে বিগত যেকোন সরকারের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন **অবকাঠামো : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১**

অবকাঠামো : নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজ ভালো হচ্ছে এবং উন্নয়নমূলক কাজও চলমান রয়েছে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষা সেক্টরের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচিত ৩,০০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের আনুভূতিক/উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা/হাওড়/বিল/নদী বেষ্টিত এলাকায় একাডেমিক ভবন-কাম-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৩,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।'

শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিবেদনে ছয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি; ছয়টি মেট্রোপলিটন শহরে ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ও মেট্রোপলিটনবহির্ভূত এলাকায় ৪-তলার ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের আনভূতিক/উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা/হাওড়/বিল/নদী বেষ্টিত এলাকায় একাডেমিক ভবন-কাম-বন্যাশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; ভৌগোলিক বিবেচনায় সমতা অর্থাৎ শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত ব্যবধান হ্রাস করার লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

প্রতিবেদনে বান্দরবানের রেইছা উচ্চ বিদ্যালয় ও সুয়ালক উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণকারীদের মতামত তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'রেইছা উচ্চ বিদ্যালয় ও সুয়ালক উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্মিত ভবনে ওঠার জন্য তৈরিকৃত র‌্যাম্পের নেট ফিনিশিং অত্যন্ত মসৃণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে বর্ষাকালে পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর সুয়ালক উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের টয়লেট ও বাথরুমের লোডাউনের হাতল ও বেসিনের গ্লাস সেলফ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা গেছে। ফলে টয়লেট ব্যবহারের পর ফ্লাশ করা যাচ্ছে না।' মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) অধীনে দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৮ হাজার ৩৮৩টি।

এসব প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছেন প্রায় চার লাখ ৭০ হাজার। সারাদেশে দেশে নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ১০ হাজার। তবে সরকার কেবল সরকারি এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ করে। এছাড়াও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় দেড় হাজার।